চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৫.০৪.২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দায়িত্বে অবহেলা করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে: চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিয়ন্ত্রণে নিজেই মাঠে নামার ঘোষণা মেয়রের নগরবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অবহেলা করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।মঙ্গলবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় মেয়র বলেন, "বারবার সতর্ক করার পরও মশা ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে গাফিলতি লক্ষ্য করছি। এখন থেকে আমি নিজেই রাতে বের হবো, দেখে আসবো কে কাজ করছে, কে করছে না। যারা কাজে অনুপস্থিত থাকবে, তাদের বরখাস্ত করা হবে। কাজ না করলে চাকরি থাকবে না। গ্রিন সিটি, ক্লিন সিটি, হেলদি সিটি ছিল আমার নির্বাচনী ইশতেহারের মূল অঙ্গীকার। আমি তা বাস্তবায়নে কোন ছাড় দেব না।মেয়র নির্দেশনা দেন, যারা ৩ মাসের বেশি সময় ধরে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন, তাদের তালিকা তৈরি করে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে। পাশাপাশি, যেসব সুপারভাইজার, জোন প্রধান ও সুপারিন্টেনডেন্ট যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না, তাদের বদলির ব্যবস্থা নিতে বলেন। পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে গতি আনতে মেয়র প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল দ্রুত সংগ্রহের নির্দেশ দেন। নগরবাসীর প্রতি সচেতনতার আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, "পরিচ্ছন্ন নগরী গড়তে শুধু সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারীদের দায়িত্ব নয়, নাগরিকদেরও সচেতন ভূমিকা রাখতে হবে। যত্রতত্র ময়লা না ফেলে নির্ধারিত স্থানে ফেলতে হবে এবং পরিবেশবিধ্বংসী পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। আমরা কঠোর অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছি নগরকে পরিচ্ছন্ন করতে। নগরীজুড়ে চসিকের স্পেশাল ও নির্বাহী ম্যাজিস্টেটরা অভিযান চালাবেন।মেয়র জানান, ডেঙ্গু ও কিউলেক্স মশার বিস্তার রোধে প্রতিদিন দুইবার করে ওষুধ ছিটানো হচ্ছে এবং তিনি নিজে মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন। ১০০টি ফগার মেশিন ও ১২০টি স্প্রে মেশিন ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাংকের সহায়তায় আরও আধুনিক ফগার মেশিন যুক্ত হচ্ছে। এছাড়া, খাল ও নালা পরিষ্কারের জন্য দুটি ব্যাকহো লোডার কেনা হয়েছে, যার ব্যয় ৫ কোটি টাকা। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৪০ হাজার বিন (ডাস্টবিন) বিতরণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

সিডিএর জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের কারণে নির্মিত অস্থায়ী বাঁধে কোথাও হঠাৎ করে জলাবদ্ধতা দেখা দিলে চসিককে তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে মেয়র নগরবাসীকে অনুরোধ করেন।মেয়র ডা. শাহাদাত বলেন, "নগরবাসীর মশার কামড় ও স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষায় আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। তবে সফলতা তখনই আসবে, যখন নগরবাসী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সবাই আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।"

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা, পরিচ্ছন্ন বিভাগের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

জলাবদ্ধতা নিরসনে দল-মত নির্বিশেষে একযোগে কাজ করতে হবে: চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত

বীর্যা খাল খননে জামায়াতের সহযোগিতার উদ্যোগকে মেয়রের স্বাগত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, "জলাবদ্ধতা চট্টগ্রাম নগরবাসীর দীর্ঘদিনের ভোগান্তির কারণ। এই সমস্যা সমাধানে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বীর্যা খাল খননে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহযোগিতার আগ্রহকে আমরা স্বাগত জানাই।"মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) নগরীর টাইগারপাসস্থ চসিক প্রধান কার্যালয়ে মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, সংসদীয় দলের সাবেক হুইপ ও চট্টগ্রাম মহানগর আমীর সাবেক এমপি শাহজাহান চৌধুরী। তার নেতৃত্বে একটি টেকনিক্যাল টিম এসময় চসিকের সঙ্গে বৈঠক করে।সাক্ষাৎকালে জামায়াতের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে বীর্যা খাল পুনঃখননের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারা এই কাজে চসিকের সহযোগিতা কামনা করে।বৈঠকে চসিকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এ ধরনের জনকল্যাণমুখী উদ্যোগে কর্পোরেশন সবসময় সহযোগিতা করে আসছে এবং আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন,"চট্টগ্রাম একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা শহর। কিন্তু অপ্রস্তুত নগর পরিকল্পনা ও দীর্ঘদিনের অবহেলার কারণে জলাবদ্ধতা আমাদের বড় চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। জলাবদ্ধতা চট্টগ্রাম নগরের

অন্যতম বড় সমস্যা। এই সমস্যা দীর্ঘদিনের অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। চট্টগ্রামের ৭১টি খালের মধ্যে বর্তমানে ৫৭টির অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ৩৬টি খালে কাজ করছে সিডিএ, একটিতে চসিক। বাকি ২০টি খালের উন্নয়নে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, যা নগরের বাসিন্দাদের জন্য বড় অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিকে এই সংকট নিরসনে অংশ নিতে হবে।"বৈঠকে বীর্যা খাল খননে যৌথভাবে কীভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়, কী ধরণের সহায়তা চসিক দিতে পারে, সে বিষয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়।সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চসিক সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, জামায়াতের টেকনিক্যাল টিমের সদস্যবৃন্দ।

ক্লিন সিটি গড়তে ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম স্থাপনের উদ্যোগ চসিকের
চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সভাপতিত্বে টাইগারপাস কার্যালয়ে প্রেজেন্টেশন

'পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক চট্টগ্রাম' গড়ার লক্ষ্য সামনে রেখে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) বিভিন্ন স্থাপনায় সৌরবিদ্যুৎভিত্তিক ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (BESS) স্থাপনের সম্ভাব্যতা নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার চসিকের টাইগারপাসস্থ প্রধান কার্যালয়ে এই প্রেজেন্টেশন প্রদান করে মালয়েশিয়া-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে গঠিত প্রতিষ্ঠান এম এম সার্ভিস লিমিটেড (MMSL)।
প্রতিষ্ঠানটি জানায়, চসিকের অফিস, হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্থাপনায় এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব। পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই নগর উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।প্রেজেন্টেশনে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম চালু করা ব্যয়বহুল মনে হলেও মাত্র দুই বছরের মধ্যেই বিনিয়োগের অর্থ ব্যয় সাশ্রয়ের মাধ্যমে ফিরে আসে। এতে জাতীয় গ্রিডের ওপর চাপ কমে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন থাকে। তারা আরও বলেন, এই প্রযুক্তি শহরের কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায়ও সহায়ক হবে।চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এই উদ্ভাবনী প্রযুক্তিতে আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, "স্মার্ট চট্টগ্রাম গড়ার লক্ষ্যে আমরা বিদ্যুৎ ও শক্তি ব্যবস্থাপনায় টেকসই ও আধুনিক প্রযুক্তির সংযুক্তি চাচ্ছি। এ ধরনের পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করলে একদিকে যেমন খরচ সাশ্রয় হবে, অন্যদিকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন নগরী রেখে যেতে পারব।"তিনি আরও বলেন, পাইলট প্রকল্প হিসেবে চসিকের একটি ওয়ার্ড কার্যালয়ে এই সিস্টেমটি বাস্তবায়নের প্রস্তাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময়। প্রেজেন্টেশনে উপস্থিত এম এম সার্ভিস লিমিটেড কর্তৃপক্ষ তাতে সম্মতি জানায়।অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চসিকের সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান এবং এম এম সার্ভিস লিমিটেডের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন গ্রুপ চেয়ারম্যান ড. সিরাজ, এম এম সার্ভিস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. মোহসিন, গ্রুপ সিএফও সুজান, এম এম সার্ভিস লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. মেসবাহ, ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ প্রধান মো. জাভেদ।

নতুন বছর হোক নতুনভাবে শহরকে গড়ার অনুপ্রেরণার: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রামে নববর্ষ উদযাপনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, নাগরিকদের ক্লিন-গ্রিন-হেলদি নগর গড়ার আহ্বান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে নগরবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নতুনভাবে চট্টগ্রাম শহর গড়ার অঙ্গীকারে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।সোমবার সকালে অপর্ণাচরণ সিটি করপোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে আয়োজিত নববর্ষ বরণের আনন্দ শোভাযাত্রায় অংশ নেন মেয়র ডা. শাহাদাত। শোভাযাত্রায় অংশ নেন সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। শোভাযাত্রাটি চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ হয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রায় উপস্থিত সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে মেয়র বলেন, "নতুন বছর হোক নতুনভাবে শহরকে গড়ার অনুপ্রেরণার। সবাই মিলে একটি ক্লিন, গ্রিন ও হেলদি চট্টগ্রাম গড়তে হবে। এজন্য নগরবাসীর সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি।"

তিনি আরও বলেন, "চট্টগ্রাম শুধু একটি শহর নয়, এটি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য একটি স্বপ্নের নগরীড়্যা গড়তে হলে প্রত্যেকেরই দায়িত্ব নিতে হবে।"শোভাযাত্রাটি পুরো এলাকা আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে মুখরিত করে তোলে, আর নগরবাসীর মধ্যে একটি নতুন আশা ও উদ্যোগের বার্তা পৌঁছে দেয়।র‍্যালিতে অংশ নেন চসিকের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, শিক্ষা কর্মকর্তা মোছাম্মৎ রাশেদা আক্তার, অপর্ণাচরণ স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা মোঃ মামুনুর রশিদ।

চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন : "নববর্ষ হোক গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের বছর"

চট্টগ্রাম, ১৪ এপ্রিল : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, “নতুন বছর হোক গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার ও ভোটাধিকার রক্ষার বছর।” তিনি বলেন, “আমরা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এই বছর যেন আমাদের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বছর হয়।”তিনি এই মন্তব্য করেন পাঁচলাইশ আবাসিক কল্যাণ সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠানে, যা অনুষ্ঠিত হয় পাঁচলাইশের জুলাই স্মৃতি উদ্যান (পুরাতন জাতিসংঘ পার্ক) প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের উত্তর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার আমিরুল ইসলাম, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক রিয়াজুল আনোয়ার চৌধুরী সেন্টু, পাঁচলাইশ থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ সোলায়মান, কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. আবু সাইদ সেলিম, সহ-সম্পাদক সৈয়দ নাজ্জাম আহমদ বাবু, এক্সিকিউটিভ মেম্বার মো. নিজাম উদ্দিন, সৈয়দ নাসিম, মোহাম্মদ নজরুল আজাদ, মোহাম্মদ কায়সার, মোহাম্মদ নাদিম আহমদ, মহানগর বিএনপি’র সদস্য কামরুল ইসলাম, মো. লোকমান, নুরুদ্দিন আহমেদ রাজা, বদিউল আলম বদি এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। বক্তব্যের এক পর্যায়ে মেয়র জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, “বৈশাখে যেমন হঠাৎ বৃষ্টি নামে, তেমনি ঋতুগুলোর সীমানা গুলিয়ে যাচ্ছে। আমরা যেমন প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাচ্ছি, তেমনি হারাচ্ছি রাজনৈতিক ভারসাম্যও।”
অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আহ্বান জানান, “আসুন সবাই মিলে একটি গণতান্ত্রিক, মানবিক এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ি।”

চন্দনাইশ সমিতি-চট্টগ্রাম আয়োজিত চক্ষু শিবিরে ছানি অপারেশন সম্পন্ন

চন্দনাইশ সমিতি-চট্টগ্রামের আয়োজনে এবং জাহানারা মোনাফ ফাউন্ডেশন (JMG) ও শেভরন আই হসপিটালের যৌথ সহযোগিতায় 'চক্ষু শিবির ২০২৫'-এর অধীনে প্রথম ধাপে ছানি অপারেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। আজ নগরীর পাঁচলাইশ শেভরন আই হসপিটালে আয়োজিত এই শিবিরে বাছাইকৃত ২২৫ জন রোগীর মধ্য থেকে প্রথম পর্যায়ে ১১০ জনের ছানি অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়।সোমবার উক্ত ক্যাম্পের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি চক্ষু চিকিৎসা ও অপারেশন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং আয়োজকদের এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন।আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ধাপে ধাপে বাকি রোগীদেরও ছানি অপারেশন সম্পন্ন করা হবে এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের চোখের আলো ফিরিয়ে দিতে এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।এই উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বয়ে একটি সফল চিকিৎসা ক্যাম্প আয়োজন করায় স্থানীয়রা আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮